গোচর

তারিখ ... 12 JAN 2008 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম 8 ......

Report

গাবি'র ভর্তি পরীক্ষা পেছাচ্ছে সেশনজটের আশংকা

ববিদ্যালয় রিপোর্টার

কর পর এক পিছিয়ে যাচ্ছে ঢাকা
ববিদ্যালয়ের চলতি শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা
শেষ করে কারাবন্দি কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান
নুষদের দুই ডিনের দায়িত্বাধীন 'খ' ও 'ঘ'
নিটের পরীক্ষা পড়ে গেছে পেছানোর ফাঁদে।
পর্যন্ত কয়েকবার পেছানো হয়েছে এ দুটি
নিটের পরীক্ষা। কিন্তু এরপরও নিশ্চিত নয়,
ক কবে নাগাদ হতে পারে পরীক্ষা দুটি।
বশ্য উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ
লছেন, আগামী মাসে ঘোষিত সময়সূচিতেই
রীক্ষা দুটি অনুষ্ঠিত হবে।
শ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, "কারাগারে" শিক্ষকদের
শেষ করে দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিনদের রেখে পরীক্ষা
তে রাজি নন শিক্ষকরা। এ ব্যাপারে শিক্ষক
মতির ৩০ ডিসেম্বরের সাধারণ সভায় সাধারণ
ক্ষকরা তাদের মতামত প্রকাশ করেন।
শিক্ষকদের অনীহার কারণেই বার বার পিছি
যাচ্ছে পরীক্ষা।
এদিকে পরীক্ষা পেছানোর কারণে নবাগ
শিক্ষার্থীরা পড়ছেন মহা টেনশনে। দূর-দূর
থেকে ঢাকায় পরীক্ষা দিতে আসা এসব শিক্ষ
পড়েছে দুর্ভোগে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে
ঢুকতেই সম্ভাব্য অতিরিক্ত প্রায় ৯ মাসে
সেশনজটের শিকার হওয়ার আশংকা রয়েছে
অথচ সেমিস্টার পদ্ধতিতে এক-একটি ি
অনাহূত চলে গেলে গোটা শিক্ষাজীবনেই তাে
পড়তে হবে ঝক্কির মারপ্যাচে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি ইউনিটের মাধ্য
অনার্স প্রথম বর্ষে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হ
থাকে। অপেক্ষাকৃত ঝামেলামুক্ত ও সুবিধাজ
বিধায় সাধারণত চার শুক্রবার এসব পরী
নেয়া হয়। ইতিপূর্বে চলতি ২০০৭-০

পেছাচ্ছে : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

পেছাচ্ছে : পরীক্ষা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ক্ষাবর্ষের ভর্তি ফরম বিক্রি শুরু হয় ৪.
ভেম্বর। ২০ নভেম্বর পর্যন্ত ফরম বিতরণ করা
য়। এর আগে অক্টোবর মাসে ভর্তি কমিটির
ভায় চার ইউনিটের পরীক্ষার সময়সূচি নির্ধারণ
রা হয়। সে অনুযায়ী ৩০ নভেম্বর বাণিজ্য
নুষদের 'গ' ইউনিটের, ৭ ডিসেম্বর বিজ্ঞান,
জীববিজ্ঞান ও ফার্মেসি অনুষদের 'ক' ইউনিটের,
৮ ডিসেম্বর কলা, সামাজিক বিজ্ঞান ও আইন
নুষদের 'খ' ইউনিটের এবং বিভাগ
রিবর্তনকারী 'ঘ' ইউনিটের পরীক্ষা ৪ জানুয়ারি
নুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। নির্ধারিত সময়সূচি
নুযায়ী 'গ' ও 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা
নুষ্ঠিত হয়। কিন্তু 'খ' ও 'ঘ' ইউনিটের পরীক্ষা
য়ে শুরু হয় পেছানোর প্রক্রিয়া। প্রথমবার
রিবর্তন করে যথাক্রমে ১১ ও ১৮ জানুয়ারি এ
রীক্ষা দুটি নেয়ার সময় নির্ধারিত হয়। বুধবার
নস কমিটির সভায় তা আবারও পিছিয়ে ১
ফেব্রুয়ারি 'খ' এবং ৮ ফেব্রুয়ারি 'ঘ' ইউনিটের
রীক্ষা নির্ধারণ করা হয়েছে।
সংশ্লিষ্টরা জানান, যদি এবার নির্ধারিত সময়ে
রীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, তবে আনুষঙ্গিক কার্যক্রম
ম্পন্ন করে এপ্রিল মাসের আগে পরীক্ষা শুরু
রা সম্ভব হবে না। আর ১ এপ্রিল ক্লাস শুরু
লে শিক্ষার্থীরা ভর্তির আগেই ৯ মাসের
সেশনজট মাথায় নিয়ে শিক্ষাজীবন শুরু করবে।
ার শিক্ষকরা যদি সেমিস্টার সিস্টেমের দোহাই
য়ে কোনভাবে জুন মাসে ক্লাস শুরু করতে
ন, তাহলে শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগের আর শেষ
াকবে না।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে
লাই মাসে শুরু হয় একাডেমিক বছর। যদিও
লতি শিক্ষা বর্ষে যারা ভর্তি হবে তাদের
লাফল ২৬ আগস্ট প্রকাশ পেয়েছে, তবে রীতি
নুযায়ী খুব কম সময়ের মধ্যে উত্তীর্ণদের ভর্তি
ক্রিয়া সম্পন্ন করে ক্লাস শুরুর ব্যবস্থা করার
থা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষগুলোর। ইতিমধ্যে
য়েটে প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু হয়ে গেছে।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
শ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেটের
াহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ
ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা শেষ হয়েছে।
অথচ পিছিয়ে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আর
কা বিশ্ববিদ্যালয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের
রীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের
র্তি পরীক্ষাও পেছাচ্ছে।
পরীক্ষা পেছানোর কারণ সম্পর্কে কলা অনুষ
ভারপ্রাপ্ত ডিন প্রফেসর আমিনুল ইসলাম বে
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি অস্বাভাবিক হ
পারে— এ ধরনের আশংকায় সবাই উ
ছিল। ছাত্রছাত্রীরা ক্রমাগত ফোন করে পরীক্ষ
ব্যাপারে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ত
অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মিলিয়ে তা
পরিবর্তন করা হয়েছে। সেশনজটের ব্যাপ
তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সবসময় এক
অনিশ্চিত পরিবেশ বিরাজ করে। তাই সেশন
নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।
বার বার ভর্তি পরীক্ষা পেছানোর কারণ সম্প
বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজা
রহমান বলেন, ডিনদের মতামতের ভিত্তি
তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে। সার্বিক পরিস্থি
বিবেচনা করে তারা পরীক্ষা পেছানোর প
নিয়েছেন।